জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

নেপোলিয়নের মিসর বিজয় এবং মুসলিম সমাজে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

মোবারক হোসেন* ও আব্দুল মোমিন**

Abstract

In world history, Napoleon Bonaparte is well-known. Napoleon, the son of the French revolution, was able to wield considerable control over Europe's powers. He affected the Egyptian campaign and following history with his Continental System, which he used to economically hobble a strong Europe. Numerous soldiers arrived in the late 18th century with weapons, cannons, artisans, scientists, academics, linguists, and painters, as well as new civilizations and cultures. The sound of cannons and the scent of ammunition awoke Egypt from its slumber of ignorance at the feet of the French general. For the first time in history, Europeans paid attention to Egypt's culture, society, and civilization. Ancient Egyptian civilization is witnessed by French professionals, innovators, and archaeologists. As a result, a new archaeological subject known as Egyptology was created, and the floodgates to ancient Egypt's history, tradition, and civilization were opened. Awakening to long-standing lethargy and the growth-based fire that sparked the flames that set light to this part of the Muslim world, the Arab world was shaken for the first time by sudden contact with the West as a result of growth-based education and technologies. He also changed education and culture in a short period of time, from 1798 to 1801. Napoleon's contribution in the Nile Valley was able to make a significant contribution to the advancement of science. There were numerous libraries and literary academies formed. He strengthened the road of religious tolerance by adhering to the principles of equality, freedom, and brotherhood. He brought Egypt into the international arena by establishing a powerful system based on European administration. He was able to convert Egypt into a political and diplomatic appealing destination, in addition to trading European interests in Egypt and the Mediterranean globe. The purpose of this essay is to show how Napoleon's victory in Egypt was accompanied by a new culture, society, and civilization that shocked the Muslim world, including Egypt, and how it was later influenced.

ভূমিকা

বিশ্ব ইতিহাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ব্যাপকভাবে আলোচিত। ফরাসি বিপ্লবের মানসপুত্র নেপোলিয়ন ইউরোপের শক্তিবর্গের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার লক্ষ্যে তিনি যে মহানেশীয় ব্যবস্থা (Continental System) গ্রহণ করেন তা মিসর অভিযান ও পরবর্তী ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষের দিকের এ অভিযানে অসংখ্য সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও কামানের সাথে কারিগর, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, ভাষাবিদ, শিল্পী, মুদ্রাকরসহ নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সাথে নিয়ে আসেন। তমসাচ্ছন্ন মিসর ফরাসি সেনাপতির পদচারণে, কামানের গর্জনে ও গোলাবারুদের গন্ধে অজ্ঞানতার তন্দ্রাচ্ছন্নতা হতে জেগে ওঠে। আবার মিসরের কৃষ্টি, সমাজ ও সভ্যতার প্রতি ইউরোপীয়দের নজর পড়ে। ফরাসি বিশেষজ্ঞ, আবিষ্কারক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা প্রত্যক্ষ করেন। ফলে মিসরতত্ত্ব (Egyptology) নামে একটি নতুন পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ের প্রচলন হয় এবং প্রাচীন

*সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মিসরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার দ্বার উন্মোচিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণি ও প্রযুক্তির ফলে পাশ্চাত্যের সাথে এক আকস্মিক যোগাযোগ আরববিশ্বকে প্রথম নাড়া দেয় যা দীর্ঘ দিনের তন্দ্রা হতে তাদেরকে জাগ্রত করে এবং যে বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হল তা মুসলিম বিশ্বের এ কোণায় অগ্নি সংযোগ করল। ১৭৯৮ হতে ১৮০১ এ অল্প সময়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিকেরও বিপ্লব আনয়ন করে। নীল নদের উপত্যকায় নেপোলিয়ন-আনিত মুদ্রাযন্ত্রই পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। অসংখ্য পাঠাগার ও 'একাডেমি লিটারেরি' প্রতিষ্ঠা পায়। সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুসরণ করে তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার পথ সুদৃঢ় করেন। ইউরোপীয়দের শাসনব্যাবস্থার আদলে এক শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে মিসরকে আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলে নতুন করে পরিচিত করেন। মিসর ও ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বে ইউরোপীয়দের আগ্রহ ব্যবসায়-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করতে সক্ষম হন। বর্তমান প্রবন্ধে নেপোলিয়নের মিসর বিজয়ের সাথে সাথে আনিত নতুন কৃষ্টি, সমাজ ও সভ্যতা কীভাবে মিসরসহ মুসলিম বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তার প্রভাব কেমন ছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি Qualitative Method এর উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা, জরিপ কিংবা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়নি। প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা এবং গবেষণাপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত মিশরের মুসলমানদের চিত্রের আলোকে ধারণাকৃত ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে।

নেপোলিয়নের মিশর বিজয় ও মুসলিম সমাজে এর প্রভাব

প্রাচীনকাল থেকে মিসরের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি মিসর ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুখ (রা.) (৬৩৪-৬৪৪)-এর সময় ৬৪০ সনের জুলাই মাসে হেলিপলিসের যুদ্ধের[১] মাধ্যমে রোমানদের পরাজিত করে সেনাপতি আমর ইবন আল আস মিসরকে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় এবং মিসর উদারনীতিতে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। খলিফার নির্দেশে ৬৪৩ সালে গভর্নর আমর ইবন আল আস কর্তৃক সুয়েজ খাল খননের ফলে নীল নদ ও লোহিত সাগর যুক্ত করে যা ৮০ বছর পর্যন্ত যাতায়াত ও মালামাল বহনে ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যাপক গতি সঞ্চার করে।[২] পরবর্তীকালে উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০), আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮), ফাতেমীয় খিলাফত (৯০৯-১১৭০), আইয়ুবি বংশের শাসন (১১৭০-১২৬০), মামলুক শাসনে (১২৫০-১৫১৭) নীল নদ ও পিরামিডের দেশ মিসর চিত্তাকর্ষক, উদ্দীপনাময়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১২৫৮ সালে মোঙ্গল হালাকু খান কর্তৃক বিশ্বসভ্যতা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও জাকজমকপূর্ণ নগরী বাগদাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ হতে মিসরের কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়।[৩] এভাবে মিসর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রম বর্ধমান উন্নতির স্তরে সমাসীন হয়েছিল। কিন্তু ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ (The Cape of Good Hope) হয়ে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কার করলে নীল নদ, লোহিত সাগর ও

ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক মিসরের ব্যবসায় বাণিজ্য ও অর্থনীতির উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এভাবে মিসরের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস নষ্ট হয়ে যায়।[৪] অপরদিকে ১৫১৭ সালে তুরস্কের সুলতান প্রথম সেলিম (১৫১২-১৫২০) মিসর অধিকার করলে নীল নদের সমৃদ্ধ ভূখণ্ড বহির্বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রায় চারশত বছর ব্যাপী ওসমানীয় তুর্কিদের শাসনে মিসর একটি প্রদেশ এবং কায়রো প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হওয়ায় ভূমধ্যসাগরীয় এ অঞ্চল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্য পাদপীঠে পরিণত হয়। সুতরং মিসরের পরবর্তীকালে ইতিহাসে যে ঘটনাটি মোড় পরিবর্তনকারী বিন্দু হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল তা হলো ১৭৯৮ সালে সেনাপতি নেপোলিয়ন কর্তৃক পরিচালিত ফরাসি অভিযান।

ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী ব্যক্তি হিসেবে নেপোলিয়ন বিশ্ব ইতিহাসে এক আলোচিত নক্ষত্র। ১৭৯৯ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাস নেপোলিয়নের কর্মকাণ্ডের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে। এ সময়ের মধ্যে তিনি এমনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব বিস্তার করেছেন যে, এ সময়-কালকে নেপোলিয়নের যুগ (The Napoleonic Era) নামে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।[৫] তিনি এ যুগে ইউরোপের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক ছিলেন। গোটা ইউরোপকে প্রকম্পিতকরণ ফরাসি বিপ্লবের[৬] (জুলাই, ১৮৮৯) সময় নেপোলিয়ন অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রতিভা প্রদর্শন করেন।

মধ্যপ্রাচ্য তথা মিসর অভিযান ও বিজয় নেপোলিয়নের অন্যতম আলোচিত ঘটনা। নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস করার জন্যে বৃটিশদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে পঙ্গু করে অর্থনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার নিমিত্তে ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি অপারাজেয় ইংল্যান্ডকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেন; কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে বৃটিশ দ্বীপে অবতরণ করা অসম্ভব মনে করে মিসর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। যার ফলে নতুন ইংল্যান্ড তথা ভারতবর্ষের ওপর বৃটিশ কর্তৃত্ব বিনষ্ট হয়ে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে পতনোন্মুখ তুরস্কে ফ্রান্সের ভাগ বসানোর জন্য তার অতীব প্রতিভায় নগণ্য ক্ষুদ্র ইউরোপের চেয়ে প্রাচ্য জগতই ছিল তাঁর বিচক্ষণ সামরিক অভিযানের উপযুক্ত স্থান, তাই তিনি নৌযুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করে মাল্টা ও মিসর অধিকার করে ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর ও আদ্রিয়াতিক সাগরে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণে উদগ্রীব ছিলেন।[৭] পাশাপাশি ফরাসি বিপ্লবের কর্ণধারগণ নেপোলিয়নের বিজয়াভিযানে স্তম্ভিত হয়ে তাঁকে ফ্রান্সের বাইরে ব্যতিব্যস্ত রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন, অন্যথায় তিনি দেশের একনায়ক হয়ে বসবেন আবার অন্যদিকে বিপ্লবে আন্দোলিত ফ্রান্সের অর্থনীতি প্রাচ্যের অধিকারলব্ধ অর্থ দ্বারা সচল করার আশাও এর মধ্যে নিহিত ছিল। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৯৮ সালে নৌবাহিনীর সাহায্যে নেপোলিয়ন ভূমধ্যসাগরের মাল্টা জয় করে মিসরে অবতরণ করেন। এভাবে অভিযান অব্যাহত রেখে আলেকজান্দ্রিয়া (জুলাই ২০, ১৭৯৮) ও পিরামিডের যুদ্ধে (জুলাই ২১, ১৭৯৮) জয়লাভ করে রাজধানী কায়রো অধিকার করেন। নীল নদের যুদ্ধ (আগস্ট ১, ১৭৯৮) ১ম আবুকির যুদ্ধে (জুলাই ২৫, ১৭৯৯) ইংরেজ নৌবাহিনীর প্রধান নেলসন ফরাসি নৌ-শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ফরাসি বাহিনীর অপ্রতিহত গতিকে প্রতিহত করেন এবং ভূমধ্যসাগরের ওপর বৃটিশ নৌশক্তির কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।[৮] ইংরেজদের সফলতায় উৎসাহিত হয়ে তুর্কি সুলতান সেলিম (১৫১২-১৫২০) হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন সিরিয়ার দিকে অভিযান করে গাজা ও জাফফা পরাস্ত করে তাবুর যুদ্ধে (১৭৯৮) তুর্কী বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করে এবং আক্রা জয়ের পরিকল্পনা করেন; কিন্তু স্যার সিডনী স্মিথের

নেতৃত্বে ইংরেজ নৌবাহিনীর প্রতিরোধের দরুণ তা ব্যর্থ হয়।[৯] ফলে নেপোলিয়ন মিসর ফিরে আসেন। অন্যদিকে তুর্কিরা আবার মিসর অধিকার করতে অগ্রসর হয়; কিন্তু আবুকির দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৭৯৯)নেপোলিয়নের হাতে তুর্কিরা আবার পরাজিত হয় এবং মিসরে ফ্রান্সের প্রভাব অটল থাকে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে অধিকতর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সন্ধান পেয়ে ১৭৯৯ সালে ফ্রান্সে ফিরে যান। সেনাপতি কেলবার মিসরের দায়িত্বে থেকে যান। এদিকে বৃটিশ-তুর্কি বাহিনী মিসরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। ডেভিড বায়ার্ড ও রালফের পরিচালনায় ইংরেজ বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে (১৭৯৯) ফরাসি বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করে এবং মিসর আবার তুরস্কের অধীনে চলে যায়।

মধ্যপ্রাচ্যে নেপোলিয়নের এ মিসর অভিযানের ব্যর্থতা তার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার মুখে চূড়ান্ত এবং অপূরণীয় বিপর্যয় ডেকে আনে নেপোলিয়ন নিজেই বলছেন যে, তিনি সেন্ট জন ডি আক্রান্তে তাঁর ভাগ্য হারিয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য অভিযানের চিহ্ন প্রথমত ১৮০০ সালে আরিশ সম্মেলন এবং ১৮০১ সালে আমিনসের সন্ধি দ্বারা মুছে ফেলা হয় ও ইংল্যান্ডের নিকট মিসর প্রত্যার্পন করতে হয়।[১০] আবার ১৮০২ সালে বৃটিশরা মিসরকে তুরস্কের হাতে ছেড়ে দেয়। ঐতিহাসিক জর্জ লেংজোস্কির মতে, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে নেপোলিয়নের অভিযান পরিশেষে স্থানান্তর গমনকালীন দুঃসাহসিক অভিযান ব্যতিত অন্য কিছু বলেই পরিগণিত হয়, যা প্রাচ্যে ফ্রান্সকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। অন্যদিকে এ অভিযানের ফলে তাঁর সামনে দুটি প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়। প্রথমত, নেপোলিয়নের মিসর অবস্থানকালে ফ্রান্সে তার অনুপস্থিতির সুযোগে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তৃতীয় সম্মিলিত সংঘ গঠন করে।[১১] দ্বিতীয়ত, ফ্রান্স নৌবহরের বিরুদ্ধে ইংরেজ নৌ সেনাপতি নেলসনের বিজয়াভিযান এ কথাই প্রমাণ কর যে, ভূমধ্যসাগরে তারাই সর্বেসর্বা।[১২]

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিন মহাদেশের কেন্দ্রবিন্দুতে মিসরের অবস্থান হওয়ায় পৃথিবীর সবচেয়ে কর্মচঞ্চল ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের পাদভূমি মিসরের রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অন্যদিকে এ অঞ্চলের ভূমির উর্বরতা অন্য এক আকর্ষণ। অথচ মধ্যপ্রাচ্যে নেপোলিয়নের আগমন ও অভিযানের পূর্বে ইউরোপের নিকট মিসরের এ গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে তাঁর এ অভিযান এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে। সুতরাং নেপোলিয়নের মিসর অভিযানের পর একদিকে মিসর আন্তর্জাতিক রাজনীতির কিন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে যার ফলে অনেকবার আন্তর্জাতিক রণচাতুর্যপূর্ণ এ এলাকাকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় বিশ্ব সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়, অন্যদিকে, নেপোলিয়নের মিসর জয়ের পূর্বে মিসর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ইউরোপের আগ্রহ কেবলমাত্র ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন হতে এ অঞ্চল ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বিশেষত ইংল্যান্ড ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংঘর্ষে পরিণত হয়। আবার বাণিজ্যিক, রণকৌশল ও সাম্রাজ্য সংক্রান্ত স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে ইংরেজরা ওসমানীয় তুর্কি সাম্রাজ্যের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। রাশিয়া তার স্বার্থে দক্ষিণ দিকে তুরস্ক ও পারস্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে বৃটেন তাদের অখণ্ডতা রক্ষায় দ্বিমুখী নীতি নিয়ে এগিয়ে আসে এবং তুরস্ক পারস্য ও এ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এভাবে নেপোলিয়নের এ অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আগ্রাসনভিত্তিক অধ্যায়ের সূচনা করে।[১৩] ফরাসি বিপ্লবের মানসপুত্র নেপোলিয়নের সাথে মিসরে এলো ফরাসি বিপ্লবের যুগান্তকারী বাণী জাতীয়তাবাদ। এ জাতীয়তাবাদের আদর্শে পৃথিবীর অনান্য স্থানের ন্যায় মুসলমান ও ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে এটা

সৃজনশীল ও ধ্বংসকারী এ দুই হিসেবে কাজ করতে থাকে। এটা মুসলিম বিশ্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার করতে থাকে। যার প্রভাব ফরাসিদের বিরুদ্ধে মিসরীয়দের ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে বিদ্রোহ যা এ অঞ্চলের প্রথম ঘাটি দেশাত্ববোধের আকস্মিক বিস্ফোরণ। অন্যদিকে, ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বলকান উপদ্বীপের জাতিগুলোকে স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। ফরাসি বিপ্লবপ্রসূত উৎকৃষ্ট ধ্যানধারণার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই বলকান উপদ্বীপের জাতিসমূহের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, যার ফলে এখানে এক নতুন শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে যে শক্তি ওসমানীয় তুর্কিদের শাসন চক্রের নিচে নিষ্ক্রিয় অবস্থা ছিল।[১৪]

এ অভিযান ও বিজয়ের পরেই মিসরীয়রা প্রথম ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থার সাথে পরিচিতি পায়। পূর্বতন শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের স্বার্থকে আইনসম্মত রূপ দেওয়ার জন্যে নেপোলিয়ন শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ভাগে ভাগ করেন। কেন্দ্রে একজন সেক্রেটারি ও ৯ সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় দিওয়ান এবং প্রদেশে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কাউন্সিল গঠন করেন, যা পরে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় দেওয়ান গঠন করেন, তা আবার ভেঙে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট করেন। এর মধ্যে থেকে আবার ১৪ জন সদস্যযোগে একটি স্থায়ী পরিষদ গঠন করেন। তাই কেন্দ্রে বা প্রদেশে পরিষদ সদস্যদের বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। কেন্দ্রে নেপোলিয়ন ছিলেন সর্বাধিনায়ক ও সকল ক্ষমতার উৎস এবং প্রদেশে ফরাসি রাজ্যপাল ছিলেন সর্বেসর্বা।[১৫]

দূরদর্শী নেপোলিয়ন মিসরীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ফরাসি বিপ্লবের বাণী সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকার ইত্যাদির রূপ দিতে চেষ্টা করতেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে একাত্মতা লাভের প্রেরণায় তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করতেন। তিনি মুসলমানদের সাথে এমনভাবে মিশতেন যে, মিসরীয়রা তাকে শায়খ-উল-কবীর উপাধি দিয়েছিলেন। কৃষি ও সভ্যতায় নেপোলিয়নের মিসর বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। আরববিশ্বের জনগণ সাধারণ আত্মসিদ্ধ, ধারাবাহিক ও গতানুগতিক জীবন যাপন করে আসছিল, তাদের কোন উন্নতি ছিল না এবং বহির্বিশ্বের উন্নতি সম্বন্ধে তারা ছিল অমনোযোগী, পরিবর্তনে তারা আগ্রহী ছিল না। এ অভিযানের পর পাশ্চাত্যের সাথে এ ব্যাপক পরিচয় ঘটে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করে যা মুসলিম বিশ্বের এক কোণায় অগ্নিসংযোগ করে।[১৬] মিসর অভিযানের সময় নেপোলিয়নের সাথে আসেন বিখ্যাত রসায়নবিদ বাথোলেট, প্রাচীন বর্ণমালা বিশারদ চ্যাম্পলিন, গণিত শাস্ত্রবিদ মঙ্গসহ আরও অনেক পণ্ডিত, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভূতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক। এ সমস্ত পণ্ডিতরা মিসরের প্রাচীন স্মৃতিসৌধ, ইতিহাস ও ভাষা সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সভ্যতা ও কৃষির ক্ষেত্রে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। ভূতত্ত্ববিদ ও প্রকৌশলীবৃন্দ সুয়েজ যোজক খনন করে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর সংযোগ সাধন করার জন্যে এ সময় চিন্তা করতে থাকেন। ড. এ. ক্লোটবে নামক বিখ্যাত শল্যবিদ্য বিশারদ জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষায় মিসরে মূল্যবান কীর্তি রেখে যান।[১৭]

মিশরের সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন ও উন্নয়ন নেপোলিয়নের বিজয়ের পরই শুরু হয়, যা নেপোলিয়ন ইউরোপ থেকে কায়রোতে নিয়ে আসেন। নীল নদের উপত্যকায় এটাই সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র। এ যন্ত্র 'বাতবুলাক' নামে পরবর্তীকালে মিসরসহ আফ্রিকায় বিকশিত হয়। নেপোলিয়ন প্রথমদিকে এ মুদ্রণযন্ত্রকে আরবি ভাষায় পরিচালিত প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজ ও প্রচারধর্মী কার্যকলাপে ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে আরবি ভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রিত করে শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের জন্য নবদিগন্ত

উন্মোচন করে। শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যকীয় বিভাগগুলোর গ্রন্থরাজি সরবরাহ করে এটা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিপ্লব আনয়ন করে। 'একাডেমি লিটারেরি' প্রতিষ্ঠা নেপোলিয়নের আরেক কৃতিত্বপূর্ণ অবদান যা পাঠাগারসহ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং 'মুদ্রাযন্ত্র ও পাঠাগারসহ 'একাডেমি লিটারেরি'র প্রতিষ্ঠা ও প্রচলনের যুগান্তকারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেননা, গ্রন্থ ছাড়া জাতিগঠন যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া জাতিকে ধরে রাখা ও উন্নতি করা অসম্ভব।[১৮]

নেপোলিয়নের এ বিজয় মিসরের ভবিষ্যত শ্রেষ্ঠ শাসক ও সংস্কারদের আগমনের পথ তৈরি করেছিল। তাঁর অভিযানে মিসরে মামলুক শাসনের অবসান ঘটে, ফলে মিসরে উনবিংশ শতাব্দীর সকল শ্রেষ্ঠ শাসক ও সংস্কারক মোহাম্মদ আলী পাশার উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়। আরব বিশ্বের উপর ইউরোপের আকর্ষণীয় প্রভাব ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নেপোলিয়নের মিসর অভিযানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং মোহাম্মদ আলীর নীতির ফলে পরবর্তীকালে মিসর এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফরাসি, আমেরিকান ও বৃটিশ মিশন স্কুল ও মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে বহুল পরিমাণে বর্ধিত হতে থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষি ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভূমধ্যসাগরীয় ও আরববিশ্ব জয় করে নেপোলিয়নের এ অভিযানের ফলেই।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরাসি বিপ্লবের গতি নেপোলিয়ন মিসরেও ছড়িয়ে দেন। তাঁর এ অভিযান প্রধানত বৃটিশদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে হলেও মিসরের ইতিহাসে তথা প্রাচ্যদেশে এর গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর সাথে আসা পণ্ডিত, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা যেমন মিসরের কৃষি, সমাজ ও সভ্যতার বিষয়ে আগ্রহী হয় তেমনি ইউরোপের আগ্রহের স্থানে পরিণত হয়। পাশাপাশি মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসারে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্রুত গতিশীলতা লাভ করে, যা পরবর্তীকালে মিসরকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। দীর্ঘদিনের মিসর অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা শাসিত এবং তাদেরও গৌরবময় অবদান থাকলেও সবশেষ মামলুকদের পরাজয়ের মাধ্যমে মিসর আবার নতুন এক উদীয়মান কৃষি, সমাজ, চিন্তা ও প্রযুক্তি জগতে প্রবেশ করে। মিসরের কৌশলগত অবস্থান ও তিন মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে থাকায় ইউরোপীয় রাজনৈতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও দিন দিন বাড়তে থাকে। নেপোলিয়নের এ বিজয় মামলুকপরবর্তী মিশরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্মের পথ প্রশস্থ করে। মিসরীয়দের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। তাই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় এ কথা বলা যায় যে, এ দীর্ঘকালব্যাপী আরব-নিদ্রার শেষ চিহ্ন আঁকার কোনো একটি তারিখও যদি মনোনীত করতে হয়, তবে তা হবে ১৭৯৮ সালের ঐদিন যে দিন নেপোলিয়ন মিসরীয় ভূমিতে পদার্পণ করেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. হেলিপলিসের যুদ্ধ ৬৪০ সালের জুলাই মাসে রোমানদের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ২৫০০০ সৈন্য নিয়ে রোমানরা পরাজিত হয়।

২. 'By treaty they were accorded full liberty of conscience and equal rights with the Muslims.' Lane Poole, *History of Eygypt in the Middle Ages,* Methuen, London, 1901, P.

৩. ১২৬১ সালে মামলুক শাসক বাইবার্স (১২৬০-১২৭৭) আব্বাসীয় খিলাফাত মিসরের কায়রোতে নিয়ে যান। মামলুক শাসনামলে কায়রো অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বসেরা নগরীতে পরিণত হয়।

৪. P. K. Hitti, *The History of the Arabs*, (USA: Red Globe Press, 2010) p. 518

৫. Charles Downer Hazen, *Modern Europe upto 1945*, S. Chand & Co. pvt. LTD., Delhi, 1971, p. 168

৬. ১৭৮৯ হতে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে সংঘটিত ধারাবহিক বৈপ্লবিক ঘটনার সমষ্টিকে সাধারণতঃ ফরাসি বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। যার মূলমন্ত্র ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব।

৭. Vidya Dhar Mahajan, *History of Modern Europe Since 1789*, S. Chand and Company LTD., New Delhi, 1978, p. 97

৮. Charles Downer Hazen, Op.Cit. p. 168

৯. *Ibid*, 170

১০. C.J.H Hayes, *Modern Europe to 1870*, Surjeet Publications, Kolhapur Road, Delhi, 1982, p. 531.

১১. The Third Coalition was a European conflict spanning the years 1803 to 1806. During the war, France and its client states under Napoleon I, defeated an alliance, the Third Coalition, made up of the United Kingdom, the Holy Roman Empire, the Russian Empire, Naples, Sicily and Sweden. Prussia remained neutral during the war. (Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics 1763–1848, 1996, Oxfort University Press, pp.210–86.)

১২. George Lenczowski, The Middle East in World Affairs, NCROL; USA, 4th edition, May 1, 1980, p. 517.

১৩. Paul Strathern, *Napoleon in Egypt*, New York, NY: Bantam Books Trade Paperbacks, 2009, p. 27

১৪. Juan Ricardo Cole, *Napoleon's Egypt: Invading the Middle East*, New York, Palgrave Macmillan, 2007, p. 146

১৫. D. Dykstra, *The Cambridge History of Egypt*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 138

১৬. Herold J. Christopher, *Bonaparte in Egypt*, London, Hamilton, 1963, p.2

১৭. Lyonsmartyn, *Napoleon Bonaparte and the Lagacy of French Revolution*, London, The Macmillan Press Ltd, 1994, pp. 23-24

১৮. *Ibid*, 25